শেকড় জানো দেশটা চেনো

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

লেখকঃ সুমাইয়া সারা আজাদ
অনুবাদকঃ মিহসান বিন মাকসুদ

GROW your READER
Foundation

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমাম

মাতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ এবং যন্ত্রণার চিত্র দেখা একটি অত্যন্ত তীব্র এবং অনুভূতিপূর্ণ অভিজ্ঞতা, যা খুব কম মানুষই আসলে বুঝতে পারে। এমনটাই ছিল জাহানারা ইমামের গল্প, যিনি *"শহীদ জননী"* নামে পরিচিত–একটি নাম যা দৃঢ়তা এবং দেশপ্রেমের প্রতীক। তিনি তাঁর ছেলে শাফি ইমাম রুমিকে হারিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, যার মাধ্যমে মা ও ছেলে উভয়ই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হন সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে।

১৯২৯ সালের ৩ মে, ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন জাহানারা ইমাম। তিনি ছিলেন তিন ভাই এবং চার বোনের মধ্যে সবার বড়। তাঁর শৈশবকাল এমন একটি দেশের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা দাঁড়িয়ে ছিল পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল আলি এবং মা হামিদা আলি তাঁকে এমন একটি পরিবেশে বড় করেন যেখানে শিক্ষা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে, তাঁর শৈশবকাল ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, পাশাপাশি নিজ দেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই কাটে।

জাহানারা ইমাম ছিলেন একজন শিক্ষক, লেখক এবং সমাজকর্মী। তিনি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত একজন নারী ছিলেন, যিনি শিক্ষা এবং শিক্ষাদানের জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে তিনি তার স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

তরুণী জাহানারা ইমাম

জাহানারা, তাঁর পরিবারসহ, দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর ছেলে শাফি ইমাম রুমি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা; তাঁর স্বামী শরিফুল ইমাম গেরিলা কার্যক্রমে ম্যাপ এবং লক্ষ্য চিহ্নিতকরণে সহায়তা করতেন; এবং তাঁর ছোট ছেলে সাইফ ইমাম জামি গেরিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রহরী হিসেবে কাজ করতেন, যখন তারা বাড়িতে প্রবেশ বা বের হতো। যদিও তিনি ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি নিজেই গেরিলাদের সহায়তা করতেন তথ্য সংগ্রহের কেন্দ্র হিসেবে–তাদের বিভিন্ন গেরিলা অপারেশনের পরিকল্পনাগুলির বিষয়ে বৈঠকে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদের কাছে তথ্য পাঠাতেন। জাহানারা তাঁর বাড়িকে গেরিলাদের আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলেন, তাদের খাবার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন। তিনি অস্ত্র পরিবহনেও সাহায্য করতেন এবং কিছু ক্ষেত্রে নিজের বাড়িতেই অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী তাঁদের সন্তানদের পাকিস্তানি সেনাদের প্রশ্নের উত্তর বাংলা ভাষায় উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন,

কারণ এটি ছিল তাঁদের ভাষার প্রতি এক ধরনের প্রতিরোধ, এবং বলতেন, *"যদি তারা তোমাদের কিছু উর্দুতে প্রশ্ন করে, তবে তোমরা বাংলায় উত্তর দিও, কারণ এটি তোমাদের ভাষা।"*

পরিবারের সাথে জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমাম সবসময় বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, এবং একজন সাহিত্যিক ও অসাধারণ লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখালেখির মাধ্যমে, বিশেষ করে তাঁর মহাকাব্যিক রচনা "রক্ত ও আগুন" (একমাত্রের দিনগুলি), যা ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়, তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বর্বরতা নথিভুক্ত করেছিলেন, পাঠকদের একটি অনন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ প্রদান করেছেন, যেখানে একজন মা যুদ্ধের কষ্ট এবং সন্তানের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত করছেন। এই বইটির প্রকাশ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল, যা মুক্তিযুদ্ধের অমানবিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব নথি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

প্রাথমিকভাবে, তাঁর লেখাগুলি একটি সহজ জীবন চিত্রিত ছিলো, যাতে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সমস্যাগুলোর বর্ণনা উঠে এসেছে, যেমন তাঁর গৃহপরিচারিকার মন্থরতা কিংবা অসুস্থ শ্বশুরের নিরন্তর দাবি। তবে, তাঁর লেখার সুর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে যখন তাঁর ছেলে রুমি, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

পাঠকরা দ্রুত তাঁর ভাষায় পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, কারণ তিনি আরও মর্মান্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেন, যেমন পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা হওয়া নির্যাতন ও আক্রমণ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার বর্ণনা এবং কীভাবে বাঙালিরা এমন দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছিল। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং কীভাবে তাদেরকে সতর্কভাবে পাশ কাটাতে হতো, যেমন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী থেকে চুরি করা একটি গাড়ি চালিয়ে সন্দেহ এড়ানোর চেষ্টা করা। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে, ২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে, সাহসের সঙ্গে জাহানারা ইমাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা কালো পতাকার পাশে উত্তোলন করেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন: *"আমার বুকের ভিতর কাঁপুনি ছিল। এটি ছিল আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, অজ্ঞাত আতঙ্ক এবং অন্যান্য সব অনুভূতির মিশ্রণ।"*

পরিবারের সাথে জাহানারা ইমাম

জাহানারার বইটিতেও ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এ পাকিস্তানিদের দ্বারা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর চালানো নিষ্ঠুর গণহত্যার বর্ণনা রয়েছে, যা "অপারেশন সার্চলাইট" নামে পরিচিত। এই অভিযানে বহু বাঙালি সাধারণ নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, রাজনীতিবিদ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যা করা হয়। *"মানুষদের সাহায্য চাওয়ার চিৎকার ছিল,"* তিনি পরবর্তীতে উল্লেখ করেন তাঁর লেখায়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের ওপর চালানো বিভিন্ন নিষ্ঠুরতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—এটি ছিল সকল জীবিত বাংলাদেশীর শিকার করা নির্মম এবং অসহায় অনুভূতির প্রকাশ। ১৯৭১ সালে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত জঘন্য অপরাধও জাহানারার বইয়ে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, *"একজন নারী আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি তার নামাজের সময় জায়নামাজে ধর্ষিত হয়েছিলেন।"* পাকিস্তানি সেনারা এবং "রাজাকার" নামে পরিচিত স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীগুলো নারীদের ধর্ষণ এবং নির্যাতন করেছিল এই সময়।

জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর

বইটি প্রধানত তাঁর ছেলে রুমির ওপর কেন্দ্রিত, এবং যখন রুমি "মুক্তি বাহিনী"তে যোগ দিতে বের হয় তখন তাঁর মাকে যে বিভিন্ন সংঘাতময় অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। একজন মায়ের হৃদয়, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই তার সন্তানকে কোনো ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেই অনুভূতির সাথে যুদ্ধ করেন, কারণ তিনি ভালোভাবেই জানতেন তার দেশের পরিস্থিতি এবং দেশ ও জনগণের মুক্তির জন্য তাকে সেই জীবন পরিবর্তনকারী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যখন দুই দেশ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই রুমিও, তার বয়সী অনেক ছেলের মতো, দেশকে স্বাধুত করতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। জাহানারা তাঁর ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন, তাঁর ছেলে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রথমে তিনি আপত্তি জানানোর পর রুমি তার প্রতিক্রিয়া জানায়, *"মা, এই পরিস্থিতিতে, যদি তুমি আমাকে আমেরিকা পাঠাও, আমি হয়তো বিদেশ যেতে পারব, কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি সবচেয়ে অপরাধী হব। আমি আমেরিকা থেকে ভালো ডিগ্রি অর্জন করতে পারব, কিন্তু আমার বিবেকের সামনে দাঁড়াতে পারব না। মা, তুমি কি এটা চাও?"* জাহানারা জানতেন যে, তাঁর ছেলেকে যেতে দিলে তার জীবন অনিশ্চিত হয়ে যাবে, তবুও তিনি রুমির দেশের প্রতি অনড় মনোবলকে স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, *"ঠিক আছে, আমি হার মানছি। আমি তোমাকে দেশের কাছে উৎসর্গ করলাম। যাও, যুদ্ধে নামো,"* এবং তার ব্যাগটি প্রস্তুত করেন, তার প্যান্টের গোপন পকেটে কয়েকশো টাকা সেলাই করে দেন।

১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট, তাঁর ছেলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা আটক হয়ে নিখোঁজ হয়, এবং পরে সেনাবাহিনী দ্বারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল। জাহানারা তাঁর ছেলেকে এতটা ভালোবাসতেন যে, তিনি একদম ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রুমিকে হত্যার আগে ভাত খেতে দেয়নি। তিনি সবসময় বিছানার পরিবর্তে মেঝেতে শুতে পছন্দ করতেন, কারণ জেলে রুমিকে মেঝেতে শোওয়ার জন্য বাধ্য করা হতো। এসব ভালোবাসার কাজগুলো তাদের সুন্দর সম্পর্কের প্রতিফলন, যে কাজগুলো স্বেচ্ছায় জাহানারা আমৃত্যু করে গিয়েছেন তাঁর ছেলের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, যে তাঁর থেকে অনেক দূরে ছিল।

জাহানারা বিশ্বাস করতেন যে এমন একটি ব্যবস্থায় কোন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যেখানে ক্ষমতালোভী মানুষ যুদ্ধ থেকে লাভবান হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গঠন করেন ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি। এই কমিটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে মিলে মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচার দাবি করেছিল।

ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি ১৯৯২ সালের মার্চে ঢাকা শহরে গণআদালত (জনতার আদালত) আয়োজন করে এবং তারা তাদের অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের "দণ্ডিত" করে। ১৯৯২ সালে, বিএনপি সরকার তাঁকে দেশদ্রোহ এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তবে, ১৯৯৬ সাল তাঁর ক্যান্সারে মৃত্যুর পর তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এই অভিযোগ প্রত্যাহার করেন।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে জাহানারা ইমাম

জাহানারা ইমামের গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সাধারণত, যখন যুদ্ধ, সংঘর্ষ বা লড়াইয়ের কথা বলা হয়, ইতিহাসবিদরা বেশিরভাগ সময় পুরুষদের অবদান সম্পর্কে লিখতে বেশি আগ্রহী। তারা সাহসী যোদ্ধা বা চালাক রাজা বা সেনাপতিদের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, যারা তাদের দেশকে জয়ী হতে সাহায্য করেছেন। এর ফলে, নারীদের ত্যাগ—যার মধ্যে সাহস এবং বেদনা রয়েছে—প্রধানত পুরুষদের ত্যাগ এবং সফলতার মাধ্যমে তুলে ধরা ন্যারেটিভের মধ্যে চাপা পড়ে যায়, যার ফলে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো অজ্ঞাত রয়ে যায় এবং পরে কোনো কৌতূহলী মনের দ্বারা পুনরুদ্ধার হওয়ার আশা করা হয়, অথচ তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো উদযাপন বা সম্মানিত হওয়া উচিত ছিল। আমি মনে করি, পুরুষদের গল্পের মতোই, নারীদের গল্পও শোনা এবং স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সেগুলোও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

জাহানারা ইমামকে স্মরণ

রেফারেন্স :

https://www.thedailystar.net/opinion/focus/news/writing-the-good-fight-women-war-and-jahanara-imams-ekattorer-dinguli-3275561
https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/remembering-jahanara-imam-forging-war-amidst-war-3642196 https://www.thedailystar.net/daily-star-books/news/motherhood-martyrdom-and-the-spirit-female-resistance-1971-3320831
https://www.scribd.com/document/665784369/Book-Review-Of-Blood-and-Fire-by-Jahanara-Imam-1
https://www.bookey.app/book/of-blood-and-fire
https://ifeminist.org/imam.html
https://youtu.be/Vtw2mgJUwMY?si=kvh9MIzCnduDC7yX
https://www.researchgate.net/publication/338580485_Role_of_Shaheed_Janani_Jahanara_Imam_during_War_of_Liberation_and_Post-Independent_Bangladesh

ছবি:

জাহানারা ইমাম - The Daily Star
তরুণী জাহানারা ইমাম - Jahanara Imam Memorial Museum
পরিবারের সাথে জাহানারা ইমাম - সত্যের সন্ধানে
পরিবারের সাথে জাহানারা ইমাম - Jahanara Imam Memorial Museum
জাহানারা ইমাম স্মৃতি জাদুঘর - Jahanara Imam Memorial Museum
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে জাহানারা ইমাম - The Daily Star
জাহানারা ইমামকে স্মরণ - The Daily Star